প্রথম আলো

26 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৫

ব্যবহারিক পরীক্ষায় কম নম্বর তদন্ত কমিটি বোর্ডের

মোশতাক আহমেদ ●

রাজধানীর শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজের পরীক্ষার্থী ওসমান বিন আহমেদ এবার এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু নম্বরপত্র দেখে খুশির বদলে স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে তাঁর। কারণ, তত্ত্বীয় পরীক্ষায় ভালো ফল করলেও পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের ব্যবহারিক পরীক্ষায় ২৫-এর মধ্যে তিনি পেয়েছেন ১৪। তাঁর আশঙ্কা, এ কারণে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) ভর্তি পরীক্ষায় তিনি আর অংশ নিতে পারবেন না। আক্ষেপ করে বলছিলেন, ভবিষ্যৎ ইচ্ছাটা পূরণ হলো না!

একই কলেজের নাইমুল আজম, চৌধুরী জিপিএ-৪ দশমিক ৯২ পেয়েছেন। সামান্য নম্বরের জন্য জিপিএ-৫ পাননি। অন্যান্য বিষয়ে ভালো করলেও তিনি পদার্থবিজ্ঞান প্রথম পত্রের ব্যবহারিক পরীক্ষায় ২৫-এর মধ্যে পেয়েছেন ১৩ নম্বর। তাঁর অভিযোগ, এ কারণেই তিনি জিপিএ-৫ পাননি।

ওসমান ও নাইমুলের মতো মিরপুরের শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজের প্রায় এক শ পরীক্ষার্থী এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞানের ব্যবহারিক পরীক্ষায় প্রত্যাশিত নম্বরের চেয়ে অনেক কম নম্বর পেয়েছেন। এতে অনেকেই জিপিএ-৫ পাননি বলে অভিযোগ উঠেছে। কেউ কেউ ব্যবহারিকে কম নম্বর পেলেও অন্যান্য বিষয়ে বেশি নম্বর পেয়ে হয়তো জিপিএ-৫ পেয়েছেন। কিন্তু পদার্থবিজ্ঞানে জিপিএ-৫ না পাওয়ায় ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারবেন না।

শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ

এ বিষয়ে শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ কর্তৃপক্ষ লিখিতভাবে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে এসব শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক পরীক্ষার প্রাপ্ত নম্বর পুনর্নিরীক্ষা করে যথাযথ নম্বর দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করেছে।

জানতে চাইলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তপন কুমার সরকার *প্রথম আলোকে* বলেন, ব্যবহারিক পরীক্ষার নম্বর কেন্দ্র থেকেই পরীক্ষকেরা দিয়ে থাকেন। বোর্ড সেই নম্বর অনুযায়ীই সার্বিক ফল তৈরি করে। সেখানে কোনো কারণে পরীক্ষার্থীদের কম নম্বর দিলে তাঁদের কিছু করার থাকে না। তবে শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজের লিখিত অভিযোগ পাওয়ার পর বোর্ড একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে। এখন কমিটি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে গিয়ে পরীক্ষকসহ অন্যদের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজের লিখিত অভিযোগে বলা হয়, বোর্ডের নির্ধারণ করে দেওয়া পার্শ্ববর্তী একটি কলেজ কেন্দ্রে তাদের শিক্ষার্থীরা পরীক্ষা দেন। কিন্তু ১৮ আগস্ট ফল প্রকাশের পর দেখা যায়, তাঁদের কলেজের শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক পরীক্ষায় ২৫-এর মধ্যে ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩ ও ১৪ নম্বরও দেওয়া হয়। অথচ তত্ত্বীয় ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় তাঁরা ৮০ থেকে প্রায় ১০০ শতাংশের মধ্যে নম্বর পেয়েছেন।

শহীদ পুলিশ স্মৃতি কলেজ কর্তৃপক্ষ হিসাব দিয়ে বলেছে, ব্যবহারিক পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেলে আরও ৯২ জন পরীক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেতেন। আবার জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের মধ্যেও এরূপ অনেক শিক্ষার্থী রয়েছেন, যাঁরা শুধু পদার্থবিজ্ঞানের ব্যবহারিক অংশে কম নম্বরের কারণে পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে জিপিএ-৫ পাননি।

বেশ কয়েকজন ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী ও অভিভাবক এবং শিক্ষক *প্রথম আলো* কার্যালয়ে এসে শিক্ষার্থীদের নম্বরপত্র দেখিয়ে বলেন, ব্যবহারিক পরীক্ষায় সাধারণত শিক্ষার্থীরা বেশি নম্বর পান। কিন্তু এই কলেজের প্রায় ১০০ শিক্ষার্থী লিখিত ও নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় ভালো করেও পদার্থবিজ্ঞানের ব্যবহারিকে কম নম্বর পাওয়ায় তাঁদের সার্বিক ফল খারাপ হয়েছে।

এই কলেজের পদার্থবিজ্ঞানের বিভাগীয় প্রধান মশিউর রহমানের আশঙ্কা, ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করা হয়ে থাকতে পারে।